জনাব জামিলুল বাসারের জবাবের প্রত্যুওর!

সাঈদ কামরান মির্জা
mirza.syed@gmail.com
অক্টোবর ২৪, ২০০৫

জনাব জামিলুল বাসার আমার ১২ দফার জবাব খুব তারাতারিই দিয়েছেন। ঠিক জবাব দিয়েছেন তা' বলব না; তবে জবাব দেওয়ায়ার চেস্টা করেছেন মাত্র। সে জন্য বাসার সাহেবকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। তবে ওনি আমার সব প্রশ্নের জবাব না দিলেও তার চেস্টাতে সততা এবং শঠতা দু'ই ছিল এবং কিছুটা আন্তরিকতাও ছিল। ওনি মাত্র ২/৩ টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন অতি সংক্ষেপে এবং বাকি গুলোকে ওনার লেখার মারফতি/ফিলোসফি মার্কা কেরামতিতে পাঠকদেরকে গোলক ধাদায় ফেলতে চেস্টা করেছেন। অর্থাৎ, ওনার লেখনীর মারপেচে পাঠকগনকে আসল প্রশ্নটিকে ভুলিয়ে দেবার চেস্টা করেছেন। আমার প্রশ্নগুলো যেমন সোজা সরল ছিল; ওনার উত্তুর গুলো কিন্তূ সেরূপ সহজ-সরল নয়। বেশির ভাগ উত্তুরই ওনার লেখা বিভিন্ন প্রবন্দ্ধ বা হাদিস থেকে পাঠকদেরকে খুজে নিতে বলেছেন মাত্র। মুশকিল হল, বাসার সাহেবের সব প্রবন্দ্ধ পড়ে উত্তুর খোজার সময় কি পাঠকদের হাতে আছে?

আর একটি মজার ব্যাপার হল, আমার ব্যবহার করা "**ল্যাং মারা**" শব্দটি মনে হয় বাসার সাহেবের বেশ পছন্দ হয়েছে! কারণ, তিনি এই মোক্ষম শব্দটি বার বার ব্যবহার করেছেন বলেই একথা বললাম। তাতে অবশ্য কোন প্রভলেম নেই আমার। বাসার সাহেব প্যাগানরা মেয়ে ছেলেদেরকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার উদ্ভট ইসলামী ইতিহাস এবং আমার ১২নং প্রশ্নের উত্তুর ঠিকমত দিতে পারেন নাই; তবে আমি এ নিয়ে আর ওনাকে ঘাটাবনা কারন আমার লেখাটি বেশি বড় হয়ে যাবে তাই।

সব প্রশ্নের উত্তুর না দেওয়ার আমি বাসার সাহেবকে মোটেও দোষ দিচ্ছি না। কারণ, প্রশ্ন করার পুর্বেই জানতাম, বাসার সাহেবের কাছে আমার সব প্রশ্নের জাবাব নেই। তাই আমি ওনার কাছে আর সকল প্রশ্নের উত্তূর আশা করবনা। তবুও ওনি যে কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তুর দিয়েছেন তাতেই আমি সন্তূষ্ট। কারণ আমি আমার প্রশ্নের আসল জবাব পেয়ে গেছি। অর্থাৎ, বাসার সাহেবের ইসলামে বিশ্বাসের পরিধী আমার জানা হয়ে গেছে।

বাসার সাহেব বলেছেন—তিনি মিরাজের (গাজাখুরি) গল্পে বিশ্বাস করেন না এবং হাদিসের ন্যায় কোরানও মানুষের তৈরী লেখা। বাসার সাহেব লিখেছেন, ***"কোরানই ঘোষনা করে যে, কোরান সন্মানিত রাছুলের কথা, বানী। [তকবীর-১৯; হাক্কা-৪৪] উহা মানুষের লেখা তাতে অপ্রমান করার শক্তি, যুক্তি কারো নেই"।*** একথা কয়টি পড়েই পাঠকগন বুঝে ফেলেছেন বাসার সাহেব কোন

ধরনের মুসলিম! আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, বাসার সাহেবের ন্যায় মুসলিম নিয়ে আমাদের কোন সমষ্যা হবার কথা নয়।

বাসার সাহেবের **sincerity and honesty** এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ। উনার সঙ্গে আমি ১০০% একমত। কোরান এবং হাদিস অবশ্যই মানুষেরই চিন্তা এবং কল্পনার ফসল; সুধু তাই নয়, এই চিন্তা এবং কল্পনা গুলোও বড্ড সেকেলে ৭ম সেঞ্চুরির কিছু কুসংস্কারপুর্ন বস্তাপচাঁ জগন্য কথায় পুর্ন। কিন্তূ মুস্কিল হয়েছে—বাসার সাহেবের মত যদি অন্ততঃ ২৫% মুসলিমও এই সাধারণ কথাটি বুঝতে পারত, তা'হলে আমাদের মত কিছু '**এপোস্টেট**'দেরকে কোরান-হাদিসের সমালোচনা করার কোন প্রয়োজন হত না। আসলে আমাদের ইসলাম বিরোধী (*মুসলিম বিরোধী নয়*) লেখাগুলো কিন্তূ বাসার সাহবের মত সেকুলার বা আধুনিক মুসলিমদের জন্য নয়; আমাদের লেখা সবই ঔসব খাটি মুসলিমদের জন্য যারা বাসার সাহেবের সঙ্গে ১০% একমতও হবেন না, এবং যাদের সংখ্যা বলতে গেলে ৯৫% এই আধুনিক বিশ্বেও। আমরাত চাচ্ছি সেই Percentage কিছুটা কমাতে মাত্র।

বাসার সাহেব আরও একটি অতি মুল্যবান কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন—' ***'রিচুয়্যাল ধর্ম নয়, সৈনিকের পিটি প্যারেড, ইউনিফর্ম, নিয়মানুবর্তিতা সৈনিক নয় যুদ্ধও নয়, জামা-কাপড়টিও মানুষ নয়; কিন্তূ প্রয়োজন। একক লক্ষ্যে রিচুয়্যালের বিবর্তন-পরিবর্তন অপরাধ নয়।''*** অতি মুল্যবান কথা, আমি সম্পুর্ন একমত বাসার সাহেবের সঙ্গে। বাসার সাহেবের এ কথা কয়টি আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। কিন্তূ, অতি দুঃখের ব্যাপার হল—মর্খরাত আছেই; আনেক উচ্চ শিক্ষিত মুসলিমদের মাথায়ও (এমন কি পশ্চিমা কাফেররের দেশে বাস করা কিছু আধা-মুসলিমও এদলে পড়ে) এসব সুচিন্তা মোটেও আসে না। এইসব উচ্চ শিক্ষিত মূর্খরা নামাজের কঠিন নিয়ম-কানুন নিয়ে সাধারণ মূর্খদের থেকে আরও বেশি ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় জুম্মার নামাজ বা ঈদের নামাজের কাতার সোজা বা পারফেক্ট হল কিনা, দুই মুসুল্লির মাঝখানে **আবার শয়তান ঢুকে পরল কিনা** এইসব নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথার অন্ত নেই। এক বেলা নামাজ কাজা গেলে ১৩ হাজার বৎসর ধরে দোজকের আগুনে পুরতে থাকবে এ বিশ্বাস বহু শিক্ষিত মুসলিমরাও বিশ্বাস করে থাকে। এক সাথে কাতারে (ভেঁড়ার পালের ন্যায় একসাথে দৌড়াতে হবে, বা মিলিটারীর পিটির ন্যায় একসাথে মাটিতে মাথা ঠুকাঠুকি করতে হবে) অথবা মসজিদে নামাজ না পড়লে অনেক ছওয়াব কমে গেল বলে তাদের আফসোসের অন্ত নাই। এ যেন একটি বদ্ধ পাগলের **Cultic religion** আর কি!

মুশকিল হল, বাসার সাহেব যে বললেন, ' ***'আপানার নামাজের পন্থা আপনি জানেন, আমারটা আমি জানি.....একটিকে গ্রহন করে বাকিটি বর্জন করতে হয়''*** এসব কথা কিভাবে কে তাহা নির্ধারণ করবে, এবং কে কাকে মানাবে, সে চিন্তা কি বাসার সাহেব করেছেন? এ উক্তি কি বাসার সাহেব কোন মুসলিম দেশ বা বাংলাদেশের মুমিন মুসলিমদেরকে বুঝাতে পারবেন? অবশ্য যদি ওনার ঘাড়ে

একের বেশি মাথা থাকে তবে আলাদা কথা।

হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিক ধর্ম এবং আপনি ভাল করেই জানেন প্রফেট মোহাম্মদ পৌত্তলিকদেরকে কত ভাল বাসতেন! মুমিন মুসলিমদের কাছে হিন্দুরা হল গিয়ে আসল বা পিউর কাফের। কৃষ্ণ, ইন্দ্র, ভরত, শিব, রাম, বুদ্ধ ইত্যদি গনও রাছুল ছিলেন তাহা ২% মুসলিমও মানবে না। এটা চিন্তা করাও পাপ এবং বাতুলতা মাত্র। একথা সুধু মুখে বলতে পারবেন; বাস্তবে এসব কথা কারও কাছে উচ্চারনও করতে পারবেন না। কাফের আখ্যা দিয়ে আপানার মৃত্যুদন্ডের ফতোয়া দিয়ে দিবে ইসলামী মোল্লারা।

বাসার সাহেব ঠিক সিউর নন যে কোরানে কোন আক্রমনাত্বক বা খারাপ কথা আছে কিনা! বাসার সাহেব, আপানাকে সুধু একটি কথাই বলতে পারি যে কোরানে যদি কোন আক্রমনাত্বক বা খারাপ কথাই না থাকত; তা'হলে আমরা সুধু সুধু কোরান এবং ইসলামের পেছনে কোন দিনও সময় নষ্ট করতাম না। **মাশায়াল্লাহ, পবিত্র কোরানে আক্রমনাত্বক, খারাপ, অবাস্তব এবং চরমভাবে অনৈতিক আয়াতের কোন অভাব নেই।** আমি আশা করব আপনি নিজেও ভাল জানেন কোরানে কি অমুল্য জিনিস আছে। আজকের মডার্ন দুনিয়াতে যে হাজার হাজার ইসলামী টেররিষ্ট এবং উসামা-জাকারিয়ার দল সভ্য জগতের জন্য একটা ভয়ংকর হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে সেটা নিঃসন্দ্ধেহে এই কোরানেরই সৃষ্টি। এটাই ''**কোরানিক ইসলাম**'' যেটার বড়াই আপনি নিজেও করতে চাচ্ছেন। নিচে আপানার জন্য অল্প কিছু নমুনা দেওয়া হল।

Quran-33:50—"***Prophet, We have made lawful to you the wives whom you have granted dowries and the <u>slave girls</u> whom God has given you as booty;...***"

Quran-4:24-- *" Also forbidden are married women* ***unless they are captives (of war****), such is the decree of God. Lawful for you are women besides them if you seek them with your wealth for wedlock and not for debauchery."*

Quran-23:6--"***Except from their wives or (the captives and slaves) that their right hands possess, for then, they are free froim blame...***"

উপরের তিনটি আয়াত পবিত্র কোরানে সশরীরে বিদ্যমান আছে এবং এসবের বাংলা অনুবাদ যে ভাবেই করেন না কেন, সেটা ঠিক এরূপ শুনাবে--

"হে নবী। আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগনকে হালাল করেছি,যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে এবং রক্ষিতাদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়াত্ত্ব করে দেন'' (অনুবাদঃ মাওলানা মুহিউদ্দীন)

উপরোল্লিখিত আয়াতের মর্মবানী একটাই—-‘**সকল মুমিন মুসলিমগন তাদের মোহরানাভুক্ত স্ত্রীগন এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাসীগনের সঙ্গে তাদের যৌন মিলনে কোন বাধা নেই’।** এইসব আয়াতকে যদি আপানারা অমানবিক বা অনৈতিক না বলেন তা’হলে আর কাকে অনৈতিক বা অসভ্য বলবেন সেটাই আমদের প্রশ্ন! এইসব কোরানিক আদেশকে অবলম্বন করেই স্বয়ং পেয়ারা নবী এবং তার সকল সাঙ্গপাঙ্গগন অবাধে দাসীদেরকে মহা আনন্দে উপভোগ করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা বারবার এসেছেন তার ওহী নিয়ে তার নবীকে সাহায্য করতে যাতে সে অবাধে নারীভোগ করতে পারে। পরবর্তিতে সকল খাটি মুসলিমগন এ কাজই করেছেন এবং আরবের খাটি মুসলিমরা এখনও তা’ চালিয়ে যাচ্ছে, মাশায়াল্লাহ!!! এইবার বাসার সাহেব দয়া করে বলুন কোরানে কি অনৈতিক খারাপ আয়াত আছে???

এবার কয়েকটি আক্রমনাত্বক কোরানিক পবিত্র আয়াত দেওয়া গেল নমুনা হিসেবে। আয়াত গুলোকে বাংলা অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই, তাই ইংরেজীতেই দেওয়া গেলঃ

Quran-47:4: I**f you meet those who are infidels or non-believers, you cut their heads off and tie** things around their necks, start a war and God will give victory and those who will die in the war fighting God will not forget their acts.

Quran-9:29: Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Books (**Jews and Christians**), until they **pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued**.

Quran-3:85: **If anyone desires a religion other than Islam (submission to Allah), never will it be accepted of him**; and in the Hereafter He will be in the ranks of those who have lost (All spiritual good).

Quran-8:39: **And fight them on until there is no more tumult** or oppression, and there **prevail justice and faith in Allah altogether and everywhere.**

Quran-22:19-22: These two antagonists dispute with each other about their Lord: But those who deny (their Lord),- **for them will be cut out a**

garment of Fire: over their heads will be poured out boiling water. With it will be scalded what is within their bodies, as well as (their) skins. In addition there will be maces of iron (to punish) them. Every time they wish to get away therefrom, from anguish, they will be forced back therein, and (it will be said), "**Taste ye the Penalty of Burning!"** (***What a sadist God?)***

Quran-8:12-- **I will instill terror into the hearts of the unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them**

Quran-9:5 -- But when the forbidden months are past, then **fight and slay the Pagans wherever ye find them,** and seize them, beleaguer them, **and lie in wait for them in every stratagem**.

Quran-9:28-O ye who believe! Truly the **Pagans are unclean;** so let them not, after this year of theirs, approach the Sacred Mosque.

উপরোল্লেখিত আয়াত কয়টিকে কোন সুস্থ ব্যক্তি কখনো বলবে না যে এই আয়াত গুলো আক্রমনাত্বক নয়, অথবা আয়াত গুলো বেশ ভদ্র-নরম-দয়ালু সুলব কথাবার্তা। আমার অনুরোধ বাসার সাহেবের কাছে—আপনি অযথা চেস্টা করবেন না আপনার মারফতি ব্যাখ্যা টেনে আয়াত গুলোকে ধুয়েমুছে পরিস্কার করে আমাদেরকে খাওয়াতে প্লিজ! আমি হলফ করে বল্‌ছি, আপানার সেইসব খোড়া যুক্তি তুলার মত বাতাসে উড়ে যাবে আমার ''**ডেইজী কাটার মার্কা**'' যুক্তির কাছে। সুতরাং আপনি যদি এই বৃথা চেস্টাতে বিরত থাকেন তবে আমর-আপানার দু'জনারই সময় বেচে যাবে।

বাসার সাহেব একটি উদ্ভট অনুযোগ করেছেন যে আমরা কিছু '**এপোস্টেট'** নাকি প্রফেট মোহাম্মদের পেছনে লেগেছি!!! এই কথাটি মনে হয় এর পুর্বেও কে যেন লিখেছিল এই ভিন্নমতেই। এটা আসলেই একটি অদ্ভুত অবাস্থব অভিযোগ বটে। আমরা সমালোচনা করছি ইসলামের; মুসলমানের নয়। ইসলাম হল একটি রোগের নাম; অর্থাৎ **ইসলাম নিসন্দ্ধেহে একটি রোগ—অসুস্থ চিন্তা**—যাহা বিশ্বাস করে আজ পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষ গর্দভ বনে আছে। তার মানে মুসলিমরা হল রোগী এবং ইসলাম হল রোগের জীবানু মাত্র। তাই আমদের যুদ্ধ চলছে রোগের বিরোধ্যে; রোগীদের বিরোধ্য নয়। কোন পাগলকি রোগের বিরোধ্যে না লড়ে রোগীদের বিরোধ্যে লড়ে?

এই ইসলাম নামক রোগটির জন্মদাতা হলেন মোহাম্মদ নামক একজন অতি ধুরন্ধর আরব মিথ্যাবাদী— যে দাবী করেছে সৃষ্টিকর্তা তার সঙ্গে কথপ-কথন করেছে (*আল্লাহরত খেয়ে দেয়ে আর কাজ ছিল না?)*। তাই ইসলাম তার নিজের সৃষ্টি এবং

স্বয়ং আল্লাহ নামক ভয়ংকর একটি Deityও তারই সৃষ্টি। তাই আমরা তাকে আক্রমন করব না তবে কাকে আক্রমন করব? রোগের সৃষ্টিকর্তাকে আক্রমন না করে কি রোগীদেরকে আক্রমন করব? মোহাম্মদ মরে ভূত হয়েছে তাতে কি হয়েছে; তার সৃষ্টি ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন আজও সিবিলাইজ্ড ওয়ার্লড এর জন্য বিরাট হুমকি!

পরিশেষে আমি মনে করি বাসার সাহেবও আমাদের ন্যায় সেই ইসলাম নামক রোগের বিরোধ্যে তার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তার মানে ওনিও আমদেরই কমরেড। কাজেই নিজেদের মধ্যে বাহাস করা ঠিক নয়। বাসার সাহেব যে কাজটি করতে চাচ্ছেন; আমরাও অর্থাৎ আলী সিনারাও সেই একই কাজে ব্যস্ত আছে। সুধু ধারাটি একটু ভিন্ন ভিন্ন। বাসার সাহেব-ফাতেমোল্লাগন একটু ছদ্দবেশে কাজ সমাধা করতে চাচ্ছেন; আর আমরা একেবারে খোলামেলা যুদ্ধ ঘোষনা করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সবার (বাসার মোল্লা-ফাতেমোল্লা এবং আলী সীনারা) একটাই মুকসদ—**অলৌকিক ইসলামকে লৌকিক করে দিয়ে** কোটি কোটি মুসলিমদেরকে (যারা ইসলাম নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে বেহুদা দোজগ আর বেহেশত নিয়ে বুদ হয়ে আছে) সুস্থ করে তোলা। তাই আমি অনুরোধ করব, বাসার সাহেব আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যান; আর আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাই। আমাদের এবং আপনাদের উদ্দেশ্য আসলে এক এবং অভিন্ন। নিজেদের মধ্যে তর্ক বা ঝগড়া করা কি ঠিক?

পরবর্তিতে একজন পারফেক্ট প্রফেট কাকে বলে, অথবা একজন অলৌকিক বিধাতার (Divine deity) কি কি গুন থাকা স্বাভাবিক তাহা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আজ এপর্জন্তই থাক।